মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

(সংক্ষিপ্তসার)

তাপস পাটোয়ারী

তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপক সৌমিত্র বসু

সহ তত্ত্বাবধায়িকা: অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নবমানবতাবাদ একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক ভারতে রায় ছিলেন এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি সনাতন ভাববাদী দার্শনিকদের মানবকেন্দ্রিক মতাদর্শকে খণ্ডন করে বস্তুবাদী মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, সে কারণে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি অপেক্ষা দার্শনিক বলে অধিক পরিচিত ছিলেন। রায় মানবতাবাদকে বিজ্ঞান নির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন কারণ তিনি মনে করেন, অন্যথায় তা অতীন্দ্রিয় সত্তা নির্ভর, কাল্পনিক, কাব্যিক তত্ত্বে পরিণত হবে। এমন তত্ত্ব ব্যক্তিকে অধিবিদ্যক বিমূর্ত সত্তায় পরিণত করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য অন্তর্হিত হয়। দার্শনিক ফয়েরবাখ এভাবেই মানুষকে জগতের কেন্দ্রে স্থাপন করলেও তাকে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় আচ্ছাদিত রেখেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর মানুষকে বর্তমান রূপেই জগতে প্রেরণ করেছেন। এই অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস যখন বস্তুবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন রায় সেই মতটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু মার্কস ধর্ম-নিরপেক্ষ ধারণাকে বাস্তবের কষ্ঠিপাথরে বিচার করার অঙ্গীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণবাদে (determinism) পরিণত হয়। মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রকে সমাজ পরিবর্তনের চালিকা শক্তি বলে স্বীকার করায় রায় মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে করেন। রায় তাঁর মানবতাবাদী তত্ত্বে মানুষকে জগতের কেন্দ্রে স্থাপন করার জন্য মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ বা নবমানবতাবাদ নামে পরিচিত। রায়ের মানবতাবাদ বস্তুবাদকে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ দর্শন বলে মনে করে, কারণ বস্তুবাদই মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি মনে করেন, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা

যায় মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান। মানুষকে আমরা স্বার্থপর অথবা অন্যায়কারী বলে মনে করি বলেই তাকে সমাজ অথবা ঈশ্বরের অধীনে রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। সমাজ যেন সংশোধনাগার যা ব্যক্তিকে অবদমিত রাখবে। ঈশ্বর ব্যক্তির পাপ কর্মের বিচারক তাই ঈশ্বরের পদানত থাকাই যেন মানব ধর্ম। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার হানি হয়। তাই তিনি মনে করেন, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সে যে তার উৎপত্তি ও অগ্রগতির জন্য অন্য কোনও সত্তার উপর নির্ভরশীল নয় তা প্রমাণ করতে হবে। তাঁর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে জগতের আদিতে জড়বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব ছিল এবং বিবর্তনের ফলে ঐ জড়বস্তু থেকে মন, চৈতন্য, ইচ্ছা, ধারণা ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। রায় এভাবেই চৈতন্য, মন, ধারণা ইত্যাদিকে উদ্ভূত বিষয় বলে মনে করেছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে জড়বস্তু নির্ভর। তিনি মনে করেছেন, উৎপন্ন হওয়ার পর যখন এরা সঠিক ভাবে আকারিত হয়, ক্রিয়া করতে সমর্থ হয় তখন জড় ও চেতনা উভয়ই সমান্তরাল ভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। তাঁর মতে, চৈতন্য জড় বস্তু সৃষ্ট এবং কোনও জগৎ অতিরিক্ত সত্তার দাক্ষিণ্যে লব্ধ নয়। একথা স্বীকার করলে তবেই ব্যক্তি নিজেকে পরাধীন বলে মনে করা থেকে বিরত থাকবে। সে নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় — একথার অর্থ হল মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা। বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে মানুষ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। সুতরাং ব্যক্তি তার মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োগে পরিবর্তন আনতে সমর্থ। এই কারণে যুক্তি, মুক্তি, নীতিকে রায়ের মানবতাবাদের তিনটি স্তম্ভ বলা হয়। তিনি মনে করেন, আমাদের যুক্তি আছে বলেই আমরা নীতিবাদী। আবার যুক্তি আমাদের অকারণভাবে অন্য-নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে। এভাবেই রায় তাঁর নব মানবতাবাদী তত্ত্বকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

কিন্তু আমরা জানি বস্তুবাদের প্রধান কথা হল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ। আবার মানবতাবাদের মূল কথা হল মানুষের স্বাধীনতা। এই পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদকে রায় কীভাবে মানবতাবাদী

তত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন সেটি আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয়। নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারা স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির চিন্তা যদি জড় জগতের নিয়ম অনুসারী হয় তাহলে সেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না বলে মানুষের কোনও কর্মকে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বলা যায় না। ফলে মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা জানি সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নৈতিকতা অত্যন্ত জরুরী। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচরণের মধ্যে একরূপতা রক্ষার জন্য কোনও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে সকলের আচরণ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট কিছু প্রত্যাশা থাকে — যে প্রত্যাশাগুলি পূরণ সম্ভব হয় ব্যক্তির মানবিক আচরণের দ্বারা। তাই বস্তুবাদকে স্বীকার করলে নৈতিকতার অবস্থান বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। নৈতিকতা কতকগুলি আদর্শ নির্ধারণ করে যা ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা গঠনে ব্যক্তিকে সহায়তা করে এবং সেই অনুসারে ব্যক্তি তার কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু সমস্যা হল সবই যদি বস্তু জগতের নিয়ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ব্যক্তির ইচ্ছাও অন্য কারণ নির্ভর হওয়ায় স্বাধীন না হয় তবে নৈতিক আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি সমস্ত কিছুই ভৌত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি তাৎপর্যহীন বলে মনে করতে হয়।

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্বাধীন ইচ্ছা এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রূপে স্বীকৃত। কেননা যদি আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকে, আমাদের কর্ম পূর্বনির্ধারিত হয় তাহলে নৈতিক দায়িত্বের ধারণা অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত বা নিন্দিত হতে পারি না যদি আমাদের বিকল্প নির্বাচনের উপায় না থাকে। ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে বস্তুশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে ন্যায় বিচার, দয়া, সততা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধগুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মূল্যবোধগুলি কেবল মানুষের মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল নয়। এগুলি ব্যক্তির স্বোপার্জিত, অভিজ্ঞতালব্ধ এবং এগুলির বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। তাই বস্তুবাদী কাঠামোর মধ্যে নৈতিকতা

সহজভাবে ব্যাখ্যাত হয় না। কিন্তু মানবতাবাদের মূল কথা মানবজাতি বা মানবজীবন সম্পর্কিত চিন্তা। মানুষের কর্মক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত ভাবনা। যেখানে কোনও ঐশ্বরিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পরিবর্তে মানুষকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যে মানুষ নৈতিক সত্তা, যার স্বাধীনতা আছে সে কোনও অতিজাগতিক সত্তার অধীন নয়। কিন্তু মানুষকে স্বাধীন, কর্মক্ষমতা বিশিষ্ট সৃজনশীল সত্তা বলা যায় তখনই যদি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে। মানুষের যে কোনও স্বাধীনতার প্রাথমিক শর্ত হল তার ইচ্ছার স্বাধীনতার উপস্থিতি। ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকৃত হলে মানুষ কোনও স্বাধীনতাই উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু মানুষের সমস্ত কিছুই যদি বস্তুজগতের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তিনি তাঁর নব মানবতাবাদে বস্তুবাদী নৈতিকতার ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তাই আমরা এই গবেষণাপত্রে রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করব। আমাদের মূল গবেষণামূলক প্রশ্ন হল বস্তুবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদী আলোচনা সম্ভব কীভাবে? মানবতাবাদের মূল কথা যদি স্বাধীনতা এবং নৈতিকতা হয় তাহলে বস্তুবাদের মাধ্যমে এগুলির ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব?

রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদে বস্তুবাদ সম্পর্কে রায়ের ধারণার অনন্যতা নির্ণয়ের জন্য আমাদের গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে ‘বস্তুবাদ’ শব্দটির অর্থ নিরূপণ করে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদের ধারাকে চিহ্নিত করেছি। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দিক থেকেই আলোচনা করা সঙ্গত। কারণ বস্তুবাদী দর্শনের ধারা প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দর্শনে রয়েছে। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে

দেখতে পাওয়া যায় এই মতাদর্শ অদৃষ্টবাদী ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতার দ্বারা মানবজাতির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে। এ মতে বাস্তব জগৎ বা জড় জগৎকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে দেখি তাহলে প্রথমেই যে দর্শনের কথা বলতে হয় তা হল মাইলেসীয় দর্শন। এই দর্শন সম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় বস্তু জগৎকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটে। তারা প্রচলিত ধর্মমত ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা বর্জন করে বিশ্ব সৃষ্টির বিবর্তন সম্পর্কে একটি বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে প্রাচ্য দর্শন সম্প্রদায় যেমন সাংখ্য, লোকায়ত প্রভৃতি দার্শনিকদের মত বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের চিন্তাভাবনার একটি বড় অংশ হল বস্তুকেন্দ্রিক। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে প্রাচীন কাল থেকে কীভাবে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত এই চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাই বস্তুবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার জন্য এই অধ্যায়কে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই বিভাগগুলিতে বিভিন্ন সময়ে যে বস্তুবাদী ধ্যান ধারণার বিকাশ হয়েছিল তা উপস্থাপন করেছি। প্রথম বিভাগে প্রাচীন ভারতে দর্শন চিন্তায় যে বস্তুবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী বক্তব্যগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে আধুনিক সময়ের বস্তুবাদী চিন্তাধারার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যে যে বস্তুবাদী ধারার সূত্রপাত হয় তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় হল মার্কসীয় বস্তুবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিস্তারিত আলোচনা। প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ বিষয়ক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি অধিকাংশ

দার্শনিকই যান্ত্রিক বস্তুবাদকে সমর্থন করেছেন, যা জড়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে জগত ও সমাজ উভয়ের পরিবর্তনের কারণ বলে মনে করেছেন। ফ্রেডরিক এঙ্গলস মনে করেছিলেন এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ কতকগুলি অযৌক্তিক ও বদ্ধমূল ধারণার ওপর নির্ভর করে গঠিত। তাই সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে এটি অসমর্থ। পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস যে বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তার সুদূর প্রসারী প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তাই এই তত্ত্বটির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ থেকে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে এবং বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা মার্কসীয় বস্তুবাদে অতিক্রম করা হয়। তাই মার্কসীয় বস্তুবাদের আলোচনা ব্যতীত বস্তুবাদের বিকাশের ধারা সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেজন্য আমরা মার্কসীয় বস্তুবাদের আলোচনার মাধ্যমে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশের ধারা বিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত করেছি।

দর্শনের জগতে মানবতাবাদী তত্ত্বের উদ্ভব খুব স্বাভাবিক ভাবে ঘটেনি। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনাতে প্রাচীন ভারত ও পাশ্চাত্যে বস্তুবাদের কথা থাকলেও মানুষ সম্পর্কিত মানবতাবাদী আলোচনা, মানুষের স্বরূপ সংক্রান্ত বক্তব্য সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এমন আলোচনা থাকলেও তা সাধারণ মানুষের কাছে উপলব্ধ ছিল না। প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায়। পরে আধুনিক যুগের সূচনায় রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রভাবে জ্ঞানের যে স্ফূরণ ঘটে সেখানে প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার পুনরুত্থান ঘটে। এই বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে বিজ্ঞানের সহায়তায়। বিভিন্ন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ভাবনা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে এবং বিশ্ব সম্পর্কে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি একটি যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব স্থাপন করে। যেখানে পূর্বে ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে বিশ্বতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হতো সেখানে যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব

মানুষের মন থেকে ধর্মীয় চিন্তাকে মুক্ত করে। তাই রেনেসাঁ আন্দোলনে মানুষের যে বৌদ্ধিক উত্থান তা সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মহাবিশ্বের ধর্মতত্ত্ব ব্যবস্থার প্রতি মানুষ অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে নতুন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন করে যা নতুন বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনুকূল। সেই বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) দ্বারা পরিচালিত একটি বিশ্বব্যবস্থার ধারণা। তাই বলা যায় বস্তুবাদী দর্শনের ধারায় মানুষ এবং মনুষ্য সমাজ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা অথবা মানবকেন্দ্রিক মতবাদের বিশেষ উত্থান ঘটে। এই বস্তুবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে কীভাবে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে সেই সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। আমরা জানি 'মানবতাবাদ' শব্দটি বহু অর্থ বহন করে। তাই এই সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতেই 'মানবতাবাদ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ নিরূপণ করে বিভিন্ন প্রকার মানবতাবাদী তত্ত্বের উল্লেখ হয়েছে।

রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ জানার পূর্বে আমরা মার্কসীয় মতবাদের প্রতি রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করেছি। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নবমানবতাবাদে এক স্বতন্ত্র ভাবনা উপস্থাপন করেছেন যেখানে ব্যক্তি মানুষের অনন্যতা, স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দানের সঙ্গেই তিনি সহযোগিতামূলক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রায় অতীন্দ্রিয় সত্তা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, জগতের সৃষ্টি ও সামাজিক পরিবর্তনকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন যা অনুসারে মানব চেতনা জড় থেকেই আবির্ভূত হয়ে তার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। এ শিক্ষা তিনি কার্ল মার্কসের থেকে লাভ করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজ ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। রায় তাঁর মানবতাবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী মতাদর্শের উল্লেখ করেন — যা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ

না করে তিনি প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করব। কারণ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাদের প্রধান ভিত্তি মার্কসবাদে নিহিত ছিল। কোন কোন দার্শনিকগত তাত্ত্বিক সমস্যার কারণে রায় মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করে নবমানবতাবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সম্পর্কিত আলোচনা আমরা গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেখানে রায়ের দৃষ্টিতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। মানবতাবাদ হল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানব মুক্তি, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারকে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। এ মতবাদ হল এমন দার্শনিক মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে স্বীকার করে এবং কর্মের কর্তারূপে তাকে গুরুত্ব প্রদান করে। কোনও প্রকার ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার ওপর নির্ভর না করে এই মতবাদ যুক্তি, বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় বলে মনে করে। যুক্তিপূর্ণ নৈতিক আচরণের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ, সুখ ও পূর্ণতাকে নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। নিজস্ব পছন্দ অনুসারে জীবন পরিচালনার অধিকারকে সমর্থন করার জন্য রাজনৈতিক জীবনে মানবতাবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্বশাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এই মতবাদের অনুসারীগণ মানব সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিকাশের সাহায্যে মানব সামর্থ্যের বিকাশের দ্বারা উন্নত বিশ্ব গঠনে আগ্রহী।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মানবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে ব্যক্তি তার নিজের বুদ্ধির আলোকে স্বাধীনভাবে নৈতিক পথ অবলম্বন করে কল্যাণকর জীবন যাপনে সমর্থ হবে। তিনি মনে করেন, মানবতাবাদ অতি প্রাচীন একটি দর্শন। যেখানে মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং আধিপত্যকে

(supremacy) স্বীকার করে তার নিরিখে জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। মানবতাবাদকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যে মতবাদে মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তাকে এক রহস্যের আবরণে আবৃত রাখা হয় সে মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেছে বলে রায় মনে করেন। তিনি মনে করেন, যে মতবাদ মানুষের স্বাতন্ত্র্য, তার সৃজনী প্রতিভাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও অতিজাগতিক সত্তাকে কল্পনা না করে বাস্তব বিষয়ের মধ্য দিয়ে মানব সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সেই মতবাদ হল প্রকৃত মানবতাবাদ। রায় তাঁর মানবতাবাদে একটি অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত বিশ্বচিত্র অঙ্কন করেছেন যেখানে ব্যক্তির যৌক্তিক সামর্থ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি মানব অস্তিত্বকে ও তার উদ্দেশ্যকে এক ভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নব মানবতাবাদের মূল ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁর দর্শন ভাবনার অনন্যতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। রায় কীভাবে বস্তুবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি আমাদের এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। তাই আলোচনার শুরুতেই আমরা রায়ের নব মানবতাবাদের মূল ধারণা স্বাধীনতাকে উপস্থাপন করব, যে স্বাধীনতাকে রায় বস্তুবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। একই সঙ্গে এখানে রায়ের বস্তুবাদ সম্পর্কিত ধারণা এবং বস্তুবাদ-ভিত্তিক নৈতিকতার ধারণা উপস্থাপিত হবে। এই আলোচনার ভিত্তিতে রায়ের বস্তুবাদী নৈতিকতার স্বরূপ স্পষ্ট হবে। এই অধ্যায়ে আমরা আরোও দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করব। প্রথমত, রায় প্রদত্ত মানবতাবাদ কেন রাজনৈতিক লক্ষ্য রূপে বিবেচিত হয়েছে? দ্বিতীয়ত, রায় তাঁর মানবতাবাদে সমাজ দর্শনের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন? এই সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে রায়ের মানবতাবাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব যেগুলি তাঁর মতবাদকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে পারে।

রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও সেখানে কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা থেকে যায়। তাই আমাদের গবেষণাপত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রায় প্রদত্ত বস্তুবাদী মানবতাবাদের সেই সকল তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। তাছাড়াও রায়ের মানবতাবাদের ধারণাকে অন্যদের দ্বারা যেভাবে সমালোচিত হয়েছে সেগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। তাই আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করব।

উপসংহারে আমরা রায় কথিত মার্কসীয় মতবাদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে মার্কসবাদী সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তিনি যে মানবতাবাদী প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা আলোচনা করবো। একই সঙ্গে রায়ের নবমানবতাবাদের লক্ষ্য পূরণের প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করব। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি কীভাবে অতিক্রম করা যায় তার দিক নির্দেশ করে রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের পরিমার্জনভিত্তিক বিকল্পের প্রস্তাব করব।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Afanasyev, V. (1978). *Marxist Philosophy: A Popular outline*, Trans by L. Lempert. Edited by J. Riordan. Moscow: Foreign languages Publishing House.
2. Banerjee, Amritava. (1978). *Historical Materialism and Political Analysis*. Kolkata: K.P. Bagchi and Co.
3. Beiser, Frederick. (2008). *Hegel*. New York: Routledge.
4. Bhattacharyya, Buddhadeva. (1983). *Socialism in Theory and Practice*. Calcutta: Uccharan.
5. Burckhardt, Jacob. (not found). *The Civilization of the Renaissance in Italy*. Trans by S.G.C. Middlemore. London: George Allen &Unwin Ltd.
6. Burns, J.H, (Ed.). (1991). *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*. London: Cambridge University Press.
7. Burnet, John. (2002). *Early Greek Philosophy*. New Delhi: Cosmo Publications.
8. Chamberlin, William B. (1941). *The Philosophy Ludwing Feuerbach*. London: George Allen and Unwin Ltd.
9. Chattopadhyay, Debiprasad. (Ed.), (1981). *Marxism and Indology*. Calcutta: K P Bagchi & Company.
10. Cornforth, Maurice. (1976). *Dialectical Materialism: An Introductory Course*. Calcutta: National Book Agency.
11. Draper, J.W. (1902). *A History of Intellectual Development of Europe*, Vol. 2. London: George Bell & Sons.
12. Dutta, R. Palme. (1940). *India To-Day*. London: Victor Gollancz Ltd.
13. ---, (1963). *Problems of Contemporary History*. London: Lawrence and Wishart.
14. Gramsci, Antonio. (1999). *Prison Notebook*. London: Elec Book Company Ltd.

15. Hegel, George Wilhelm Friedrich. (2010). *Science of Logic*. Trans & Ed. by George Di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.
16. Hoffman, John. (1976). *Marxism and the Theory of Praxis*. New York: International Publishers.
17. Kamenka, Eugene. (1970). *The Philosophy of Ludwing Feuerbach*. New York: Praeger Publishers.
18. Kant, I. (1997) *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Trans. and Ed. by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.
19. Kristeller, Paul Oskar. (1961). *Renaissance Thought*. New York: Harper Torchbooks.
20. Lange, Frederick Albert. (1925). *The History of Materialism*. Trans. by Ernest Chester Thomas. New York: Brace & company.
21. Lecky, W.E.H. (1910). *Rationalism in Europe*. London: Longmans, Green and Co.
22. Lenin, V.I. (1962). *Collected Works, Vol. 14*, Trans. by Abraham Fineberg & Ed. by Clemens Dutta. Moscow: Progress Publishers.
23. Lukes, Steven. (1985). *Marxism and Morality*. Oxford: Clarendon Press.
24. Marx, Karl. (1970). *Critique of Hegel Philosophy of Right*, Trans by Joseph O'Malley. Oxford: The Oxford University Press.
25. Marx K., (1976). Moralising Criticism and Critical Morality. In *Marx and Engels collected works*, vol. 6. Moscow: Progress Publishers.
26. Marx, Karl. (2016) *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Delhi: Aakar Books.
27. McLellan, David. (1972). *Marx before Marxism*. Harmondsworth: Penguin.
28. ---. (1980). *The Thought of Karl Marx: An Introduction*. London: The Macmillan Press Ltd.
29. Nehru, J. (1934). *Glimpses of World History*. New York: Asia Publishing House.

30. ---. (1946) *The Discovery of India*. New Delhi: Oxford University Press.
31. Oizerman, T.I. (1973). *Problems of the History of Philosophy*. Moscow: Progress.
32. Oparin, A.I., (1955). *The Origin of Life*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.
33. Perilli, Lorenzo, & Taormina, Daniela P. (Ed.). (2018). *Ancient Philosophy: Textual Paths and Historical Explorations*. London & New York: Routledge.
34. Ray, Sibnarayan. (Ed.). (1959). *M.N. Roy: Philosopher- Revolutionary*. Kolkata: Renaissance Publishers.
35. *Rescher, Nicholas. (2006). Metaphysics. New York: Prometheus Books.*
36. *Meszaros, Istvan. (1975). Marx's Theory of Alienation. London: Merlin Press.*
37. Rousseau, Jean-Jacques. (1984). *A Discourse on Inequality*, Trans. by Maurice Cranston. London: Penguin Books.
38. Roy, M.N. (1940). *Materialism: An Outline of The History of Scientific Thought*. Kolkata: Renaissance Publication.
39. ---. (1960). *Politics Power and Parties*. Kolkata: Renaissance Publishers
40. ---. (1989). *Reason, Romanticism and Revolution*. Delhi: Ajanta Publications
41. ---. (1999). *From The Communist Manifesto to Radical Humanism*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.
42. ---, (1999). *Humanism Revivalism and The Indian Heritage*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.
43. ---. (2006), *Problem of Freedom*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.
44. Roy, M.N. & Philip Spratt. (2011). *Beyond Communism*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.

45. Roy, Sibnarayan. (Ed.). (1959). *M.N. Roy: Philosopher-Revolutionary*. Calcutta: Renaissance Publishers (Private) Ltd.
46. Ryazanov, David. (Ed.). (1983). *The Communist Manifesto of Karl Marx and F. Engels*. Trans. by Ganendranath Bandyopadhyay. Calcutta: Parl Publishers.
47. Sarkar, Susobhan. (1983). *Towards Marx*. Culcutta: Papyrus.
48. Sartre, J.P. (1948). *Existentialism and Humanism*. Trans. By Philip Mairet. London: Methuen & Co. Ltd.
49. Sattar, S. Abdul. (2007). *Humanism of Mahatma Gandhi and M.N. Roy*. Ambala Cantt.: The Associated Publishers.
50. Schaff, Adam. (1970). *Marxism and the Human Individual*. New York: Mcgraw-Hill.
51. Schmidt, Affred. (1971). *The Concept of Nature in Marx*. London: NLB
52. Searle, John R. (1986). *Minds, Brains and Science*. London: Harvard University Press.
53. ---. (1992). *The Rediscovery of the Mind*. Cambridge: MIT Press.
54. Sharma, Chandradhar. (2003). *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarsidass.
55. Shields, Christopher. (Ed.). (2003). *The Blackwell Guide to Ancient Philosophy*. U.S.A., U.K.: (not found).
56. Singh, M.P., & Roy, Himanshu. (Ed.). (2011). *Indian Political Thought: Themes and Thinkers*. Delhi: Pearson.
57. Thilly, Frank. (1931). *A History of Philosophy*. New York: Henry Holt and Company.
58. Wallace, William. (1904). *The Logic of Hegel*. Oxford: The Oxford University Press.
59. Wright, E.O. (1978). *Class, Crisis, and the State*. London: New Left Books.

60. Wright, William Kelley. (1941). *A History of Modern Philosophy*. New York: The Macmillan Company.

61. Zizek, Slavoj. (2023). *Freedom: A Disease without Cure*. London: Bloomsbury Academic.

62. এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক. (১৯৮২). *অ্যান্টি ড্যুরিং*. অনু- দীপক রায়. খড়্গপুর: কর্নারস্টোন পাবলিকেশন.

63. ---. (২০১৯). *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*. কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা: লি:.

64. ক্রাপিভিন, ভাসিলি. (১৯৮৯). *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী?*. অনু- প্রফুল্ল রায়. কলকাতা: প্রগতি প্রকাশন.

65. গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত. (১৯৯৩). *চার্বাক দর্শন*. কলকাতা: অবভাস.

66. চক্রবর্তী, বসুধা. (১৯৬১). মানবতাবাদ. কলকাতা: দীপায়ন.

67. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. (১৯৯৩), *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*. কলকাতা: অনুষ্টুপ.

68. ---. (১৩৬৩ বাং). *লোকায়ত দর্শন*. কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:

69. ---. (২০১১). *অগ্রন্থিত রচনা: দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব*. (সম্পা.). মলয়েন্দু দিন্দা. কলকাতা: অবভাস.

70. ---. (২০১০). *সমাজ মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল: নির্বাচিত প্রবন্ধ*. কলকাতা: সেরিবান.

71. ---. (সম্পা.). (২০১৯). *আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ*. কলকাতা: সেরিবান.

72. ---. (২০২০). *প্রসঙ্গ পশ্চিমী মার্কসবাদ: গ্রামশি থেকে হাবেরমাস বক্তৃতামালা*. কলকাতা: সেরিবান.

73. দাস, স্বদেশরঞ্জন. (১৯৬৫). *মানবেন্দ্রনাথ জীবন ও দর্শন*. কলকাতা: দ্য র‍্যাডিকাল হিউম্যানিষ্ট.

74. ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ. (২০১৩). *বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা*. কলকাতা: অবভাস.

75. ---. (২০২১). *দ্বন্দ্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*. কলকাতা: অবভাস.

76. ভট্টাচার্য, সুকুমারী. (২০০২). *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*. কলকাতা: গাঙচিল.

77. মার্কস ও এঙ্গেলস. (১৯৭৯). *নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন.

78. মিত্র, মাধবেন্দ্র নাথ, চ্যাটার্জী, অমিতা ও সরকার, প্রয়াস (সম্পা.). (২০১৩). *মনোদর্শন: শরীরবাদ ও তার বিকল্প*. কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা.

79. মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা. (২০১৫). *ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা*. কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবোধি বুক এজেন্সী.

80. রায়, মানবেন্দ্রনাথ. (১৩৫৩ বাংলায়). *মার্কসবাদ.* (অনু.) সমরেন রায়. কলিকাতা: রেনেসাঁ পাবলিশার্স.

81. ---. (১৯৮৮). *মানবতাবাদী পথ.* (সম্পা.) মনোজ দত্ত. কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স

82. ---. (২০০৫). *নবমানবতাবাদ: একটি ইস্তাহার.* (অনু.) গোপাল চন্দ্র দাস. কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স.

83. রায়, শিবনারায়ণ. (সম্পা.). (২০০৭). *বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ: মুক্তি সাধনার তিন পর্ব.* কলকাতা: রেনেসাঁ পাবলিশার্স প্রা. লি.

84. হাবিব, ইরফান. (সম্পা). (২০২১). *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে.* (অনু.) জয়দীপ ভট্টাচার্য. কলকাতা: এন বি এ.

Journals:

85. Basu, Soumitra. (1992). Human Action and Freedom: Some Reflections on Searle's view. *Jadavpur Journal of Philosophy*. Vol. 04. No. 01.

86. Chouhan, A.P.S. & Singh, Dinesh Kumar. (July- Sept. 2005). M.N. Roy and Marxism. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 66. No. 3. pp. 633-648.

87. Contini, Paolo & Osmanaj Elisabeth. (19th October, 2023). Slouching toward New Humanism. *Frontiers*. DoI. 10.3389/fsoc.2023.1111690

88. Mahakul, B.K. (July- Sept., 2005). Radical Humanism of M.N. Roy. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 66. No. 03. pp. 607-618.

89. Sahu, Sangita. (August, 2023). New Humanism: An Analytical Review. *Aksara Multidisciplinary Research Journal*. Issue no. 09. Vol. 3. EISSN 2582 5429.

90. Sibi, Dr. K.J. (January, 2020). Thoughts of M.N. Roy on Radical Humanism and Democracy. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. Vol. 4. Issue 4. EISSN 2456 6470.

91. Simirnov, G. (1985). Marxism And The Individual. *The Marxist*, Vol. 3, No. 4. Retrieved from https://cpim.org/marxism-individual/

92. Varma, Vishwanath Prasad. (1961). Marxism and M.N. Roy. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 22. No. 04. pp. 279-292.